QUARKS INSTITUTE

শিক্ষাই শক্তি · নির্ভুল প্রস্তুতি

T-TET PAPER-II

COMPLETE GUIDE

খণ্ড-৩ : ভাষা-II (বাংলা)

PART-III : LANGUAGE-II (BENGALI) • প্রশ্ন নং ৬১–৯০

সিলেবাস-ভিত্তিক · বিগত বছরের প্রশ্ন-বিশ্লেষণসহ · ৩০ *MCQ*-র সম্পূর্ণ প্রস্তুতি

লেখক

সুদীপ লস্কর (Sudip Laskar)

CSIR-NET 2020 — সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১৪৫
GATE Physics 2021 — সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৫২
CSIR-NET JRF 2022 — সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১৬২
CSIR-NET JRF 2023 — সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৯৩
STPGT Physics 2025 — র‍্যাঙ্ক ২

প্রকাশক : **Quarks Institute**

T-TET Paper-II Complete Guide — খণ্ড-৩ : ভাষা-II (বাংলা)

প্রথম সংস্করণ : ২০২৬

© Quarks Institute। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

লেখক : সুদীপ লস্কর | প্রকাশক : Quarks Institute।

এই গ্রন্থের কোনো অংশ প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো রূপে (মুদ্রণ, ফটোকপি, ইলেকট্রনিক বা অন্য যে-কোনো উপায়ে) পুনরুৎপাদন বা প্রচার করা যাবে না।

❖ স্বত্ব ও তথ্যসূত্র সম্পর্কিত নোট

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত বিগত বছরের প্রশ্নগুলি (PYQ) ত্রিপুরা শিক্ষক যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষা (T-TET) Paper-II-এর প্রকাশিত প্রশ্নপত্র (২০১৫–২০২৫) থেকে শুধুমাত্র শিক্ষামূলক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে সংকলিত। মূল প্রশ্নপত্রের স্বত্ব সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা-পর্ষদের।

তথ্য যাচাইয়ে যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে; তবু কোনো অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি চোখে পড়লে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের জন্য জানানোর অনুরোধ রইল।

মুখবন্ধ

ত্রিপুরা শিক্ষক যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষা (T-TET) রাজ্যের শিক্ষক-নিয়োগের একটি অপরিহার্য সোপান। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে (Class VI–VIII) শিক্ষকতার যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রার্থীকে Paper-II উত্তীর্ণ হতে হয়। এই প্রশ্নপত্রের ১৫০টি প্রশ্নের মধ্যে ভাষা-II (বাংলা) অংশটি ৩০ নম্বরের — অর্থাৎ মোট নম্বরের এক-পঞ্চমাংশ। অভিজ্ঞতা বলে, এই অংশেই প্রস্তুত প্রার্থী সবচেয়ে দ্রুত ও নিশ্চিতভাবে নম্বর তুলতে পারেন, কারণ এখানে বেশিরভাগ প্রশ্নই তথ্য- ও নিয়ম-নির্ভর; সঠিক অনুশীলনে নম্বর প্রায় নিশ্চিত।

এই গ্রন্থটি কেবল ভাষা-II (বাংলা) অংশের জন্য নিবেদিত একটি সম্পূর্ণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ অধ্যয়ন-সহায়ক। সরকারি সিলেবাসের প্রতিটি বিন্দুকে — অপঠিত গদ্য-পদ্যের অবোধ থেকে শুরু করে ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য-পরিচয়, পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ এবং ভাষা-শিক্ষণবিজ্ঞান পর্যন্ত — বিশদ অধ্যায়ে রূপান্তর করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে রয়েছে সহজ ব্যাখ্যা, প্রাত্যহিক জীবনের উদাহরণ, শ্রেণিকক্ষের উদাহরণ, পরীক্ষা-কেন্দ্রিক টিকা, মনে রাখার কৌশল, বিগত বছরের প্রশ্ন (সমাধানসহ) এবং স্তরভিত্তিক অনুশীলনী।

গ্রন্থটির বিশেষত্ব হল — এটি ২০১৫ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত প্রকাশিত T-TET Paper-II প্রশ্নপত্রের প্রকৃত বিশ্লেষণের উপর দাঁড়িয়ে রচিত। কোন্ ধরনের প্রশ্ন বারবার আসে, কোথায় প্রার্থীরা ভুল করেন, কোন্ ফাঁদগুলি বারবার পাতা হয় — তা চিহ্নিত করে সেই অনুযায়ী তত্ত্বের গভীরতা ও অনুশীলনের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে।

আমাদের একান্ত বিশ্বাস, মনোযোগী প্রার্থী এই একটিমাত্র গ্রন্থ আয়ত্ত করেই ভাষা-II (বাংলা) অংশে পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে পারবেন। শুভকামনা রইল।

— Quarks Institute

লেখকের কথা

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আমি একটি কথা বারবার উপলব্ধি করেছি — সাফল্যের চাবিকাঠি বুদ্ধিমত্তা নয়, বরং সঠিক দিকনির্দেশনা ও পরিকল্পিত অনুশীলন। বহু মেধাবী প্রার্থী কেবল সঠিক পথের অভাবে পিছিয়ে পড়েন। এই গ্রন্থে আমি চেষ্টা করেছি ভাষা-II (বাংলা) অংশের প্রস্তুতিকে যথাসম্ভব স্পষ্ট, ধাপবদ্ধ ও ফাঁদ-সচেতন করে তুলতে।

প্রতিটি তথ্য, তারিখ, রচনা, ব্যাকরণ-নিয়ম ও শিক্ষণতত্ত্ব একাধিকবার যাচাই করে তবেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেখানে মতভেদ আছে (যেমন ‘প্রথম বাংলা উপন্যাস’ প্রসঙ্গ), সেখানে দু-পক্ষের অবস্থানই স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে পরীক্ষায় যে-কোনো ভঙ্গিতে প্রশ্ন এলে তুমি প্রস্তুত থাকো।

মনে রেখো — এই বই তোমার সঙ্গী, শিক্ষক নয়। নিজে কলম-খাতা নিয়ে অনুশীলন করো, প্রতিটি ‘মনে রাখার কৌশল’ নিজের মতো করে গড়ে তোলো, আর প্রতিটি ভুলকে শেখার সুযোগ হিসেবে দেখো। তোমার সাফল্যই এই পরিশ্রমের সার্থকতা।

— সুদীপ লস্কর

এই বইটি কীভাবে ব্যবহার করবে

প্রতিটি অধ্যায় একই কাঠামোয় সাজানো — এই ধারাবাহিকতা তোমার অনুশীলনকে অভ্যাসে পরিণত করবে:

- অধ্যায় পরিচিতি — TET-II-তে অধ্যায়টির গুরুত্ব ও বিগত বছরের গুরুত্ব এক নজরে।
- বিশদ তত্ত্ব — প্রতিটি ধারণা, সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ ও ব্যতিক্রম উদাহরণসহ।
- রঙিন বাক্স — নীল=সংজ্ঞা, সবুজ=মনে রাখার কৌশল, কমলা=পরীক্ষার টিপ, লাল=ফাঁদ।
- ধারণা-সারাংশ — দ্রুত রিভিশনের জন্য মূল পয়েন্ট ও মাইন্ড-ম্যাপ।
- বিগত বছরের প্রশ্ন **(PYQ) —** সমাধান, কেন সঠিক/ভুল, কোন্ ধারণা যাচাই, সদৃশ ফাঁদ।
- প্রশ্ন-প্রবণতা — কোন্ ধরনের প্রশ্ন কত বার, ভবিষ্যতে কী আসতে পারে।
- অনুশীলনী — সহজ → মাঝারি → কঠিন → TET-মানের প্রশ্ন, উত্তরমালা ও ব্যাখ্যাসহ।
- রিভিশন শিট — প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে ‘টপ ফ্যাক্ট’ ও এক-পাতার রিভিশন।

❖ তিন-স্তর পঠন পদ্ধতি

প্রথম পাঠে পুরো অধ্যায় পড়ো; দ্বিতীয় পাঠে কেবল রঙিন বাক্স ও রিভিশন শিট দেখো; পরীক্ষার আগের রাতে শুধু রিভিশন শিট ও PYQ-উত্তরমালা — এই তিন-স্তর পদ্ধতিই সর্বোত্তম ফল দেয়।

পরীক্ষার প্যাটার্ন ও সিলেবাস

T-TET Paper-II — সামগ্রিক কাঠামো

T-TET Paper-II মোট ১৫০ নম্বরের MCQ পরীক্ষা; সময় ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। প্রতিটি প্রশ্ন ১ নম্বরের এবং ভুল উত্তরের জন্য কোনো নেগেটিভ মার্কিং নেই। প্রশ্নপত্রটি ছয়টি ভাগে বিভক্ত; প্রার্থী নিজের ভাষা ও বিষয় অনুযায়ী নির্দিষ্ট ভাগ বেছে উত্তর দেন:

সারণি: *T-TET Paper-II*-এর ভাগ-বিন্যাস (উৎস: প্রকাশিত প্রশ্নপত্রের নির্দেশিকা)।

ভাগ	বিষয়	প্রশ্ন নং	নম্বর
Part-I	শিশু-বিকাশ ও শিক্ষণবিজ্ঞান (Child Development & Pedagogy)	১–৩০	৩০
Part-II	ভাষা-I (English)	৩১–৬০	৩০
Part-III	ভাষা-II (বাংলা) — এই খণ্ডের বিষয়	৬১–৯০	৩০
Part-IV	ভাষা-II (ককবরক) [Part-III-এর বিকল্প]	৬১–৯০	৩০
Part-V	গণিত ও বিজ্ঞান (Mathematics & Science)	৯১–১৫০	৬০
Part-VI	সমাজবিদ্যা (Social Studies) [Part-V-এর বিকল্প]	৯১–১৫০	৬০

❖ এক নজরে

ভাষা-II (বাংলা) = Part-III, প্রশ্ন ৬১–৯০, মোট ৩০ নম্বর।

নেগেটিভ মার্কিং = নেই — তাই প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

যোগ্যতামান = সাধারণত ৬০% (সংরক্ষিত শ্রেণিতে ছাড় প্রযোজ্য)।

Part-III (ভাষা-II : বাংলা) — সরকারি সিলেবাস

নিচে সরকারি সিলেবাসের প্রতিটি বিন্দু হুবহু তুলে ধরা হল; এই গ্রন্থের অধ্যায়গুলি ঠিক এই ক্রম ও বিষয় ধরে রচিত:

১। অপঠিত গদ্যাংশ ও অপঠিত পদ্যাংশ থেকে অবোধ (Comprehension), ব্যাকরণ ও ভাষামূলক দক্ষতা যাচাইকরণ।

২(ক)। ভাষা ও উপভাষা সম্পর্কে ধারণা।

২(খ)। বাংলা ভাষা উদ্ভবের সাধারণ ধারণা।

২(গ)। ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ ও বিভিন্ন ধারা।

২(ঘ)। শব্দার্থ-তত্ত্ব ও পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা।

৩(ক)। মধ্যযুগের সাহিত্যিক: বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস ওঝা, বৃন্দাবন দাস, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কাশীরাম দাস, রামপ্রসাদ সেন।

৩(খ)। আধুনিক যুগের সাহিত্যিক: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, সুনির্মল বসু, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, সুকান্ত ভট্টাচার্য।

৪। বাংলা ব্যাকরণের সম্যক ধারণা: (ক) বর্ণ, অক্ষর, শব্দ, পদ, বাক্য, বিভক্তি, উপসর্গ ও অনুসর্গ; (খ) শব্দভাণ্ডার — তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দ; (গ) বচন ও লিঙ্গ; (ঘ) সন্ধি ও সমাস; (ঙ) পদ পরিবর্তন; (চ) বাচ্য ও বাচ্য পরিবর্তন; (ছ) কারক ও বিভক্তি; (জ) সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ; (ঝ) অশুদ্ধি সংশোধন।

৫। ভাষা শিখন ও শিক্ষণ: (ক) ভাষা শিখন-শিক্ষণের প্রণালী; (খ) শ্রবণ-কথন-পঠন-লিখন — চারটি ভাষা-কৌশল; (গ) উত্তম শিক্ষক ও উত্তম শিক্ষণের বৈশিষ্ট্য; (ঘ) পাঠ্যক্রম ও সহগামী প্রক্রিয়া; (ঙ) মূল্যায়ন — নিরবচ্ছিন্ন ও সামগ্রিক মূল্যায়ন; (চ) আদর্শ প্রশ্নপত্র নির্মাণ কৌশল।

বিগত বছরের প্রশ্ন-প্রবণতা বিশ্লেষণ

২০১৫–২০২৫ পর্বের T-TET Paper-II প্রশ্নপত্রের Part-III (বাংলা, প্রশ্ন ৬১–৯০) পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ৩০টি প্রশ্ন মোটামুটি পাঁচটি ভাগে বণ্টিত হয়। নিচের সারণিতে গড় প্রবণতা ও আনুমানিক প্রশ্নসংখ্যা দেখানো হল (প্রকৃত সংখ্যা বছরভেদে সামান্য ওঠানামা করে):

সারণি: *Part-III-এর বিষয়ভিত্তিক গড় প্রশ্ন-বণ্টন (২০১৫–২০২৫ পর্যালোচনার ভিত্তিতে)।*

বিষয়-বিভাগ	সিলেবাস-সূত্র	গড় প্রশ্ন (৩০-এ)	গুরুত্ব
অপঠিত গদ্য/পদ্য — অবোধ	১	৫–৬	উচ্চ
সাহিত্য ও সংস্কৃতি (লেখক-রচনা)	৩(ক),(খ)	৭–১০	সর্বোচ্চ
ব্যাকরণ (সন্ধি, সমাস, কারক প্রভৃতি)	৪	৮–১২	সর্বোচ্চ
ভাষাতত্ত্ব (উদ্ভব, ধ্বনি/অর্থ পরিবর্তন)	২	৩–৫	মাঝারি
ভাষা-শিক্ষণবিজ্ঞান	৫	২–৪	মাঝারি

মূল পর্যবেক্ষণ

- **ব্যাকরণ ও সাহিত্য — দুই স্তম্ভ:** প্রতি বছর প্রায় অর্ধেকের বেশি প্রশ্ন এই দুই বিভাগ থেকেই আসে। ২০১৯-এর প্রশ্নপত্র সাহিত্য-নির্ভর, আবার ২০২২-এর প্রশ্নপত্র ব্যাকরণ-নির্ভর — তাই দুটিতেই সমান দক্ষতা থাকা আবশ্যক।
- **সাহিত্যে ‘লেখক ↔ রচনা’ মিলকরণ:** ‘অমুক রচনাটি কার?’ বা ‘অমুক লেখকের ছদ্মনাম কী?’ — এই ধরনের সরাসরি তথ্যনির্ভর প্রশ্ন সবচেয়ে বেশি। বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি শনাক্ত করার প্রশ্নও আসে।
- **ব্যাকরণে নিয়ম + শ্রেণিবিভাগ:** কারক কত প্রকার, সমাস নির্ণয়, সন্ধি-বিচ্ছেদ, বাচ্য পরিবর্তন, শুদ্ধ বানান, তৎসম/তদ্ভব শনাক্তকরণ — এগুলি প্রায় নিশ্চিত।
- **‘উপরের কোনোটিই নয়’ একটি বড় ফাঁদ:** সঠিক উত্তরটি অনেক সময় বিকল্পে থাকে না (যেমন ‘সহজপাঠ’-এর লেখক প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের নাম বিকল্পে না-ও থাকতে পারে)। তখন ‘উপরের কোনোটিই নয়’ই উত্তর।
- **অপঠিত অংশে দ্রুত-পঠন দক্ষতা:** প্রতিটি প্রশ্নপত্রে একটি গদ্য (ও কখনো পদ্য) অনুচ্ছেদ থাকে, যার উপর ৫–৬টি অবোধ-প্রশ্ন। মূল ভাব ও তথ্য দ্রুত খুঁজে নেওয়াই কৌশল।

❖ প্রার্থীদের সাধারণ ভুল

প্রার্থীরা সবচেয়ে বেশি ভুল করেন — (১) তদ্ভব ও অর্ধ-তৎসম গুলিয়ে ফেলে, (২) কারক নির্ণয়ে বিভক্তি দেখে তাড়াহুড়ো করে, (৩) সমাস ও সন্ধির পার্থক্যে, (৪) ‘প্রথম বাংলা উপন্যাস/নাটক’ জাতীয় বিতর্কিত তথ্যে, এবং (৫) ছদ্মনাম-মূল নাম মিলকরণে। এই গ্রন্থে প্রতিটি ফাঁদ আলাদাভাবে চিহ্নিত।

সূচিপত্র

মুখবন্ধ......৩
লেখকের কথা......৪
এই বইটি কীভাবে ব্যবহার করবে......৫
পরীক্ষার প্যাটার্ন ও সিলেবাস......৬
বিগত বছরের প্রশ্ন-প্রবণতা বিশ্লেষণ......৮

১। অপঠিত গদ্য-পদ্যাংশ ও অবোধ (Comprehension)......১০
২। ভাষা ও উপভাষা......১৬
৩। বাংলা ভাষার উদ্ভব......২১
৪। ধ্বনি পরিবর্তন — কারণ ও ধারা......২৫
৫। শব্দার্থ-তত্ত্ব ও অর্থ পরিবর্তন......২৯
৬। সাহিত্য-সংস্কৃতি (১): মধ্যযুগের সাহিত্যিক......৩২
৭। সাহিত্য-সংস্কৃতি (২): আধুনিক যুগের সাহিত্যিক......৩৬
৮। ব্যাকরণ-ভিত্তি: বর্ণ, পদ, বাক্য, উপসর্গ ও অনুসর্গ......৪৬
৯। শব্দভাণ্ডার: তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি......৫৩
১০। বচন ও লিঙ্গ......৫৭
১১। সন্ধি......৬১
১২। সমাস......৬৬
১৩। পদ পরিবর্তন......৭১
১৪। বাচ্য ও বাচ্য পরিবর্তন......৭৪
১৫। কারক ও বিভক্তি......৭৮
১৬। সমার্থক, বিপরীতার্থক, বাগধারা ও এক কথায় প্রকাশ......৮২
১৭। অশুদ্ধি সংশোধন (বানান ও বাক্য)......৮৬
১৮। ভাষা শিখন ও শিক্ষণ (Pedagogy)......৯০
১৯। অনুশীলন প্রশ্ন-ভাণ্ডার (১০০০+ লক্ষ্য MCQ)......৯৬
২০। বিগত বছরের সম্পূর্ণ প্রশ্নপত্র (Part-III) — সমাধানসহ......১৮৭
২১। পূর্ণাঙ্গ মক টেস্ট (Part-III)......২১২
২২। শেষ মুহূর্তের মহা-রিভিশন......২২৬
২৩। তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি......২২৮

অধ্যায় ১

অপঠিত গদ্য-পদ্যাংশ ও অবোধ (Comprehension)

সিলেবাস-সূত্র ১ • গড় প্রশ্ন ৫–৬ • গুরুত্ব: উচ্চ — কেবল মনোযোগী পঠনেই পূর্ণ নম্বর সম্ভব।

অধ্যায় পরিচিতি ও গুরুত্ব

প্রতিটি T-TET Paper-II প্রশ্নপত্রের Part-III সাধারণত একটি অপঠিত গদ্যাংশ (কখনো একটি পদ্যাংশসহ) দিয়ে শুরু হয়, যার উপর ৫–৬টি প্রশ্ন থাকে (সাধারণত প্রশ্ন ৬১–৬৬)। এই প্রশ্নগুলি 'মুখস্থ' নয় — দেখে-বুঝে উত্তর দেওয়া যায়। তাই সঠিক পঠন-কৌশল রপ্ত করলে এই ৫–৬ নম্বর প্রায় নিশ্চিত। সিলেবাস স্পষ্ট বলছে — এখানে কেবল 'ভাব বোঝা' নয়, অনুচ্ছেদের ভেতর থেকে ব্যাকরণ ও ভাষামূলক দক্ষতাও যাচাই করা হবে।

'অবোধ' বা Comprehension কী?

❖ সংজ্ঞা

অবোধ (Comprehension) হল কোনো অপরিচিত গদ্য বা পদ্য অংশ পড়ে তার মূলভাব, তথ্য, শব্দার্থ ও অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত বুঝে নেওয়ার দক্ষতা এবং সেই বোঝার ভিত্তিতে প্রশ্নের সঠিক উত্তর নির্বাচন করার ক্ষমতা।

অর্থাৎ এখানে পরীক্ষা করা হয় তোমার পাঠ-বোধ (reading comprehension), শব্দ-জ্ঞান এবং দ্রুত তথ্য-অনুসন্ধান ক্ষমতা — তিনটিই একসঙ্গে।

প্রশ্নের প্রকারভেদ

প্রকার	কী যাচাই করে	উদাহরণ-প্রশ্ন
তথ্যভিত্তিক (Factual)	অনুচ্ছেদে সরাসরি লেখা তথ্য	'লেখক কাকে দায়ী করেছেন?'
অনুমানভিত্তিক (Inferential)	লেখা থেকে যুক্তিসঙ্গত অনুমান	'লেখকের মনোভাব কেমন?'
শব্দার্থভিত্তিক (Vocabulary)	প্রসঙ্গ অনুযায়ী শব্দের অর্থ/সমার্থ	''সুদৃঢ়' শব্দের অর্থ কী?'
ব্যাকরণভিত্তিক (Grammar)	অনুচ্ছেদের শব্দে কারক/সমাস/পদ	'রেখাঙ্কিত পদটি কোন্ কারক?'
মূলভাবভিত্তিক (Central idea)	সম্পূর্ণ অংশের সারকথা/শিরোনাম	'অনুচ্ছেদের উপযুক্ত শিরোনাম?'

সমাধানের ধাপ-ভিত্তিক কৌশল

১। প্রথমে প্রশ্নগুলিতে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নাও — কী খুঁজতে হবে তা জেনে নিলে পঠন লক্ষ্যভিত্তিক হয়।

২। এবার অনুচ্ছেদটি একবার দ্রুত পড়ো (skimming) — মূল বিষয় ও সুর ধরো।

৩। প্রতিটি প্রশ্নের মূল-শব্দ (keyword) অনুচ্ছেদে খুঁজে সেই বাক্য/বাক্যাংশে মন দাও (scanning)।

৪। তথ্যভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর সবসময় অনুচ্ছেদ থেকেই আসবে — নিজের সাধারণ জ্ঞান নয়।

৫। অনুমানভিত্তিক প্রশ্নে 'অতিরঞ্জিত' বা 'চরম' বিকল্প (যেমন 'সর্বদা', 'কখনোই না') প্রায়ই ভুল।

৬। সংশয় থাকলে ভুল বিকল্প বাদ দেওয়ার পদ্ধতিতে (elimination) এগোও — নেগেটিভ মার্কিং নেই, তাই উত্তর ফাঁকা রেখো না।

❖ মনে রাখার কৌশল

মনে রাখো — “প্রশ্ন আগে, প্যারা পরে; কীওয়ার্ড ধরো, উত্তর গড়ে।” তথ্য খুঁজবে অনুচ্ছেদে, মাথায় নয়।

আদর্শ সমাধান — গদ্যাংশ (PYQ-ধরন)

নিচের অনুচ্ছেদটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধের ধাঁচে — T-TET-এ ঠিক এই ধরনের চিন্তামূলক গদ্য থেকে প্রশ্ন এসেছে। মন দিয়ে পড়ো:

❖ অনুচ্ছেদ-১

“এমন সময় আসিয়াছে, যখন আমাদের সমাজকে আপন শক্তিতে দাঁড়াইতে হইবে। বহুকাল আমরা পরের মুখাপেক্ষী থাকিয়াছি; কিন্তু পরের দানে কোনো জাতি বড় হয় নাই। যে সমাজ নিজের কল্যাণ নিজে সাধন করিতে শেখে, সেই সমাজই প্রকৃত স্বাধীন। আমাদের দেশে বড় বড় মঠ-মন্দির, অতিথিশালা, জলাশয় — এ সমস্তই এককালে সমাজ নিজ হাতে গড়িয়াছিল, রাজার অনুগ্রহে নয়। সেই আত্মশক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করাই আজ আমাদের প্রধান কর্তব্য।”

৬১। অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রকৃত স্বাধীন সমাজ কোনটি?

(ক) যে সমাজ পরের মুখাপেক্ষী

(খ) যে সমাজ নিজের কল্যাণ নিজে সাধন করে

(গ) যে সমাজ রাজার অনুগ্রহে চলে

(ঘ) উপরের কোনোটিই নয়

❖ উত্তর ও ব্যাখ্যা

সঠিক উত্তর: (খ) যে সমাজ নিজের কল্যাণ নিজে সাধন করে

ব্যাখ্যা: অনুচ্ছেদে স্পষ্ট লেখা — “যে সমাজ নিজের কল্যাণ নিজে সাধন করিতে শেখে, সেই সমাজই প্রকৃত স্বাধীন।”

অন্য বিকল্প কেন ভুল: (ক) ও (গ) লেখকের নিন্দিত প্রবণতা; সেগুলি ‘স্বাধীনতা’ নয়।

যে ধারণা যাচাই: তথ্যভিত্তিক অবোধ — সরাসরি বাক্য থেকে উত্তর।

৬২। ‘মুখাপেক্ষী’ শব্দের নিকটতম অর্থ —

(ক) আত্মনির্ভর

(খ) পরনির্ভর **/** অন্যের উপর নির্ভরশীল

(গ) উদাসীন

(ঘ) প্রতিযোগী

❖ উত্তর ও ব্যাখ্যা

সঠিক উত্তর: (খ) পরনির্ভর / অন্যের উপর নির্ভরশীল

ব্যাখ্যা: ‘মুখাপেক্ষী’ = অন্যের মুখ চেয়ে থাকা, অর্থাৎ পরনির্ভর।

অন্য বিকল্প কেন ভুল: ‘আত্মনির্ভর’ এর বিপরীত অর্থ — তাই ফাঁদ।

যে ধারণা যাচাই: শব্দার্থভিত্তিক অবোধ।

৬৩। লেখকের মতে মঠ-মন্দির, অতিথিশালা প্রভৃতি এককালে গড়েছিল —

(ক) রাজা ও রাজশক্তি

(খ) বিদেশি বণিক

(গ) সমাজ নিজে

(ঘ) ধর্মগুরুরা

❖ উত্তর ও ব্যাখ্যা

সঠিক উত্তর: (গ) সমাজ নিজে

ব্যাখ্যা: "এ সমস্তই এককালে সমাজ নিজ হাতে গড়িয়াছিল, রাজার অনুগ্রহে নয়।"

অন্য বিকল্প কেন ভুল: (ক) সরাসরি অনুচ্ছেদ-বিরোধী।

যে ধারণা যাচাই: তথ্যভিত্তিক + ফাঁদ-বিকল্প শনাক্তকরণ।

৬৪। অনুচ্ছেদটির উপযুক্ত শিরোনাম হতে পারে —

(ক) পরের দান

(খ) সমাজের আত্মশক্তি

(গ) রাজার কর্তব্য

(ঘ) মন্দির নির্মাণ

❖ উত্তর ও ব্যাখ্যা

সঠিক উত্তর: (খ) সমাজের আত্মশক্তি

ব্যাখ্যা: সম্পূর্ণ অংশের মূলভাব — সমাজের নিজস্ব শক্তি ও আত্মনির্ভরতা।

অন্য বিকল্প কেন ভুল: বাকি বিকল্পগুলি অংশের ক্ষুদ্র খুঁটি, মূলভাব নয়।

যে ধারণা যাচাই: মূলভাব/শিরোনাম নির্ণয়।

৬৫। "আমরা পরের মুখাপেক্ষী থাকিয়াছি" — বাক্যে 'থাকিয়াছি' পদটি —

(ক) বিশেষ্য

(খ) বিশেষণ

(গ) ক্রিয়া

(ঘ) অব্যয়

❖ উত্তর ও ব্যাখ্যা

সঠিক উত্তর: (গ) ক্রিয়া

ব্যাখ্যা: 'থাকিয়াছি' কাজ/অবস্থা বোঝাচ্ছে — তাই ক্রিয়াপদ।

অন্য বিকল্প কেন ভুল: কোনো নাম, গুণ বা সংযোজক নয়।

যে ধারণা যাচাই: অনুচ্ছেদভিত্তিক ব্যাকরণ — পদ-নির্ণয়।

আদর্শ সমাধান — পদ্যাংশ

❖ **পদ্যাংশ-১ (নীতিকবিতা)**

"বাঁচিতে চাহি যদি, কর্ম করো ভাই,   অলস জীবনে কভু সুখ-শান্তি নাই।
পরিশ্রমে ফলে ধন, পরিশ্রমে মান,   পরিশ্রমে মেলে শেষে বিদ্যা-গরিমান।"

৬৬। পদ্যাংশটির মূল উপদেশ কী?

(ক) অলসতা সুখ আনে

(খ) পরিশ্রমই উন্নতির চাবিকাঠি

(গ) ধন সবচেয়ে বড়

(ঘ) বিদ্যা অপ্রয়োজনীয়

❖ উত্তর ও ব্যাখ্যা

সঠিক উত্তর: **(খ)** পরিশ্রমই উন্নতির চাবিকাঠি

ব্যাখ্যা: প্রতিটি চরণেই পরিশ্রমের মহিমা — পরিশ্রমেই ধন, মান ও বিদ্যা।

অন্য বিকল্প কেন ভুল: (ক) সরাসরি বিপরীত; (গ),(ঘ) অংশে নেই।

যে ধারণা যাচাই: পদ্যের মূলভাব নির্ণয়।

প্রশ্ন-প্রবণতা

প্রতিটি বছরই ১টি গদ্যাংশ নিশ্চিত; কোনো কোনো বছর অতিরিক্ত পদ্যাংশও থাকে। প্রশ্নের মধ্যে ২–৩টি তথ্যভিত্তিক, ১–২টি শব্দার্থভিত্তিক এবং প্রায়ই ১টি অনুচ্ছেদ-ভিত্তিক ব্যাকরণ প্রশ্ন (পদ/কারক/সমার্থ) থাকে। ভবিষ্যতেও এই বিন্যাস বজায় থাকার সম্ভাবনা প্রবল।

অনুশীলনী

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও

❖ অনুশীলন-অনুচ্ছেদ

"গাছ আমাদের পরম বন্ধু। গাছ অক্সিজেন দেয়, ছায়া দেয়, বৃষ্টি নামায় এবং মাটির ক্ষয় রোধ করে। অথচ মানুষ নির্বিচারে বন কেটে চলেছে। ফলে বাড়ছে উষ্ণতা, কমছে বৃষ্টি। একটি গাছ কাটলে অন্তত দুটি গাছ লাগানো — এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।"

১। অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গাছ কোনটি করে না?

(ক) অক্সিজেন দেয়
(খ) মাটির ক্ষয় রোধ করে
(গ) উষ্ণতা বাড়ায়
(ঘ) ছায়া দেয়

২। 'নির্বিচারে' শব্দের অর্থ —

(ক) বিচার করে
(খ) বিনা বিচারে / যথেচ্ছভাবে
(গ) ধীরে ধীরে
(ঘ) সাবধানে

৩। অনুচ্ছেদের মূল আবেদন কী?

(ক) বন কাটা
(খ) বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ
(গ) উষ্ণতা বৃদ্ধি
(ঘ) বৃষ্টি বন্ধ

৪। 'বন্ধু' শব্দের বিপরীত শব্দ —

(ক) মিত্র
(খ) সখা
(গ) শত্রু
(ঘ) সাথি

❖ অনুশীলনীর উত্তর ও ব্যাখ্যা

উত্তরমালা: ১—(গ), ২—(খ), ৩—(খ), ৪—(গ)।

ইঙ্গিত: তথ্যভিত্তিক প্রশ্নে অনুচ্ছেদে যা লেখা নেই, সেটিই অনেক সময় 'করে না' প্রশ্নের উত্তর — যেমন গাছ উষ্ণতা 'বাড়ায়' না, কমায়।

রিভিশন শিট — অধ্যায় ১

❖ গুরুত্বপূর্ণ

১. Part-III প্রায়ই শুরু হয় ১টি গদ্যাংশ দিয়ে; প্রশ্ন ৫–৬টি (≈প্রশ্ন ৬১–৬৬)।

২. উত্তর সর্বদা অনুচ্ছেদ থেকেই — নিজের সাধারণ জ্ঞান চাপিয়ো না।

৩. কৌশল: প্রশ্ন আগে পড়ো → skimming → keyword scanning → elimination।

৪. অতিরঞ্জিত/চরম বিকল্প (সর্বদা, কখনোই না) সাধারণত ভুল।

৫. অনুচ্ছেদ থেকেই পদ-নির্ণয়, কারক, সমার্থ/বিপরীত শব্দও জিজ্ঞাসা হতে পারে।

৬. নেগেটিভ মার্কিং নেই — কোনো প্রশ্ন ফাঁকা রেখো না।

এই অধ্যায় সম্পর্কিত বিগত বছরের প্রশ্ন (২০১৫–২০২৫) — ১২টি

প্রকৃত প্রশ্নপত্র থেকে সংগৃহীত; সঠিক উত্তর সবুজ রঙে চিহ্নিত। প্রতিটি প্রশ্নের শুরুতে বর্গাকার বন্ধনীতে সাল উল্লিখিত।

[২০১৬] 'অনতিদূরে' কথাটির অর্থ —

(ক) খুব কাছে
(খ) **বেশি দূরে নয়**
(গ) অনেক দূরে
(ঘ) বহু দূরে

[২০১৬] 'কাব্য কোড' কথাটির তাৎপর্য —

(ক) **কাব্যরীতি/কবিতার সংকেত**
(খ) কাব্যছন্দ
(গ) কাব্য সৌন্দর্য
(ঘ) কবিতার ভাষা

[২০১৬] পদ্যাংশে কোন্ গাছের উল্লেখ আছে?

(ক) নারিকেল গাছ
(খ) আম গাছ
(গ) জাম গাছ
(ঘ) **বকুল গাছ**

[২০১৬] গদ্যাংশটি সরল ভাষায় লেখা — এই মন্তব্যটি —

(ক) ঠিক
(খ) **ভুল**
(গ) ঠিক ও ভুল দুটোই
(ঘ) উপরের কোনোটি নয়

[২০১৬] উদ্ধৃত গদ্যাংশে 'তথায়' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে —

(ক) একবার
(খ) **দুবার**
(গ) তিনবার
(ঘ) চারবার

[২০১৭] 'নভে' শব্দটির অর্থ —

(ক) স্বর্গে
(খ) **আকাশে**
(গ) নরকে
(ঘ) পাতালে

[২০১৮] মানুষের উৎসব হয় সেদিন, যেদিন —

(ক) মানুষ অবরুদ্ধ থাকে
(খ) মানুষ কর্মব্যস্ত থাকে
(গ) মানুষ মনুষ্যত্বের শক্তি উপলব্ধি করে
(ঘ) উপরের কোনোটি নয়

[২০১৮] উৎসবের দিন মানুষ —

(ক) মহৎ হয় না
(খ) বৃহৎ হয়
(গ) উদার হয় না
(ঘ) উপরের কোনোটি নয়

[২০১৮ (২য়)] জ্ঞানের সৃষ্টি হল —

(ক) ধন সাপেক্ষ
(খ) মন সাপেক্ষ
(গ) সৃষ্টি সাপেক্ষ
(ঘ) উপরের কোনোটি নয়

[২০১৯] আমাদের স্বদেশী সমাজ কেমন হয়ে উঠতে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে?

(ক) জগৎসেবা হয়ে উঠবে
(খ) সুখের হয়ে উঠবে
(গ) সুদৃঢ় হয়ে উঠবে
(ঘ) উপরের কোনোটি নয়

[২০১৯] আমাদের দেশে বড়ো বড়ো মঠ-মন্দির চালানোর জন্য অর্থ আসে —

(ক) প্রদানীয় অর্থে
(খ) স্বেচ্ছাদানে
(গ) সংগৃহীত অর্থে
(ঘ) উপরের কোনোটি নয়

[২০২২] 'খুল্লতাত' বলতে বোঝায় —

(ক) পিতৃস্বসা
(খ) পিতামহ
(গ) পিতৃব্য
(ঘ) উপরের কোনোটি নয়

অধ্যায় ২

ভাষা ও উপভাষা

সিলেবাস-সূত্র ২(ক) • গড় প্রশ্ন ১–২ • প্রায়ই সংজ্ঞা ও বাংলা উপভাষার সংখ্যা/নাম নিয়ে প্রশ্ন।

ভাষা কাকে বলে?

❖ সংজ্ঞা

ভাষা হল মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত, অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনি-সমষ্টির এমন একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট জনসমাজ পরস্পরের সঙ্গে মনের ভাব বিনিময় করে।

ভাষাবিদ স্যাপিরের মতে — ভাষা মানুষের ভাব প্রকাশের একান্ত মানবীয়, অ-সহজাত (non-instinctive) ও প্রতীকনির্ভর পদ্ধতি।

লক্ষণীয়, প্রতিটি প্রাণীর ডাক ভাষা নয়; ভাষা কেবল মানুষেরই — কারণ তা অর্থপূর্ণ, সামাজিক চুক্তিতে গড়া এবং অর্জিত (শেখা)।

ভাষার মূল বৈশিষ্ট্য

- **সামাজিক:** ভাষা সমাজে জন্মায়, সমাজেই বাঁচে; একা মানুষের ভাষা হয় না।
- **পরিবর্তনশীল:** দেশ-কাল-সমাজভেদে ভাষা বদলায় (নদীর স্রোতের মতো)।
- **অর্জিত:** ভাষা সহজাত নয়, শিশু সমাজ থেকে শুনে শুনে শেখে।
- **বাগ্‌যন্ত্র-নির্ভর:** মুখ্য রূপ মৌখিক/ধ্বনিময়; লিপি পরে আসে।
- **যথেচ্ছ/প্রতীকী (arbitrary):** শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক স্বাভাবিক নয়, সামাজিক চুক্তিতে স্থির।

ভাষার রূপভেদ

ভিত্তি	রূপ	ব্যাখ্যা
প্রকাশমাধ্যম	মৌখিক ও লিখিত	কথ্য রূপ মুখ্য; লিখিত রূপ গৌণ ও পরবর্তী।
মর্যাদা	মান্য (চলিত) ও আঞ্চলিক	শিক্ষিত-সমাজে গৃহীত রূপ = মান্য; অঞ্চলভিত্তিক = উপভাষা।
রীতি	সাধু ও চলিত	সাধু: তৎসমবহুল, পূর্ণ ক্রিয়া-সর্বনাম; চলিত: সংক্ষিপ্ত, মুখের কাছাকাছি।

❖ মনে রাখার কৌশল

সাধু vs চলিত মনে রাখার সূত্র — ক্রিয়া ও সর্বনাম দেখো: 'করিয়াছিলেন / তাহারা / উহাদের' = সাধু; 'করেছিলেন / তারা / ওদের' = চলিত।

উপভাষা (Dialect) কাকে বলে?

❖ সংজ্ঞা

একই ভাষার অন্তর্গত হলেও অঞ্চল, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীভেদে উচ্চারণ, শব্দ ও গঠনে যে স্বতন্ত্র রূপ গড়ে ওঠে, তাকে উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা বলে।

ভৌগোলিক দূরত্ব, নদী-পাহাড়ের বাধা, যোগাযোগের অভাব ও ভিন্ন প্রতিবেশী ভাষার প্রভাবে একই ভাষা থেকে নানা উপভাষা জন্মায়। উপভাষা ভাষার দুর্বলতা নয়, বরং তার প্রাণপ্রাচুর্যের প্রমাণ।

বাংলা ভাষার উপভাষা — পাঁচটি

ভাষাবিজ্ঞানী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা উপভাষাকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন:

উপভাষা	প্রধান অঞ্চল	বিশেষ লক্ষণ (সংক্ষেপে)
রাঢ়ী	পশ্চিমবঙ্গের মধ্য-দক্ষিণ (নদিয়া, কলকাতা)	এর উপরই মান্য চলিত বাংলা প্রতিষ্ঠিত।
বঙ্গালী	পূর্ববঙ্গ (ঢাকা, বরিশাল, ত্রিপুরার অধিকাংশ)	'শ'-কে 'স', অপিনিহিতি-প্রবণতা প্রবল।
বরেন্দ্রী	উত্তরবঙ্গ (রাজশাহী, মালদহ, দিনাজপুর)	রাঢ়ী ও বঙ্গালীর মাঝামাঝি রূপ।
কামরূপী (রাজবংশী)	উত্তরবঙ্গের উত্তরাংশ, কোচবিহার, অসম-সংলগ্ন	স্বতন্ত্র সর্বনাম-ক্রিয়া; 'রাজবংশী' নামেও পরিচিত।
ঝাড়খণ্ডী	পশ্চিম সীমান্ত (পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, সিংভূম)	ঝাড়খণ্ড-সংলগ্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক রূপ।

❖ মনে রাখার কৌশল

পাঁচ উপভাষা মনে রাখো — "রাঢ়ী বঙ্গালী বরেন্দ্রী, কামরূপী ঝাড়খণ্ডী।" (সংক্ষেপ: রা-ব-ব-কা-ঝা)। মান্য চলিত বাংলার ভিত্তি = রাঢ়ী উপভাষা (নদিয়া-শান্তিপুর অঞ্চল)।

❖ সতর্কতা / ফাঁদ

ত্রিপুরার কথ্য বাংলার বড় অংশ 'বঙ্গালী' উপভাষার অন্তর্গত — এ তথ্য T-TET-এ প্রাসঙ্গিক। তবে পরীক্ষায় 'মান্য চলিত বাংলার ভিত্তি কোন্ উপভাষা?' — উত্তর সর্বদা রাঢ়ী, বঙ্গালী নয়।

ভাষা বনাম উপভাষা — মূল পার্থক্য

ভাষা (মান্য)	উপভাষা (আঞ্চলিক)
লিখিত রূপ ও ব্যাকরণ সুসংবদ্ধ	মূলত কথ্য; লিখিত রূপ সীমিত
বিস্তৃত অঞ্চল ও শিক্ষায় স্বীকৃত	নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ
সাহিত্য-প্রশাসনে ব্যবহৃত	দৈনন্দিন ঘরোয়া আলাপে ব্যবহৃত

বিগত বছরের প্রশ্ন (PYQ)

PYQ-১। মান্য চলিত বাংলা ভাষা প্রধানত কোন্ উপভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত?

(ক) বঙ্গালী

(খ) রাঢ়ী
(গ) বরেন্দ্রী
(ঘ) কামরূপী

> ❖ উত্তর ও ব্যাখ্যা
> **সঠিক উত্তর:** **(খ)** রাঢ়ী
> **ব্যাখ্যা:** নদিয়া-শান্তিপুর অঞ্চলের রাঢ়ী উপভাষার উপরই আদর্শ চলিত বাংলা গড়ে উঠেছে।
> **অন্য বিকল্প কেন ভুল:** বাকিগুলি আঞ্চলিক রূপ, মান্য রূপের ভিত্তি নয়।
> **যে ধারণা যাচাই:** বাংলা উপভাষা ও মান্য ভাষার সম্পর্ক।
> **সদৃশ ফাঁদ:** 'বঙ্গালী' বিকল্পটি ফাঁদ — পূর্ববঙ্গের কথ্য হলেও মান্য রূপের ভিত্তি নয়।

PYQ-২। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলা উপভাষার সংখ্যা —
(ক) তিনটি
(খ) চারটি
(গ) পাঁচটি
(ঘ) ছয়টি

> ❖ উত্তর ও ব্যাখ্যা
> **সঠিক উত্তর:** **(গ)** পাঁচটি
> **ব্যাখ্যা:** রাঢ়ী, বঙ্গালী, বরেন্দ্রী, কামরূপী ও ঝাড়খণ্ডী — মোট পাঁচটি।
> **যে ধারণা যাচাই:** উপভাষার শ্রেণিবিভাগ।

অনুশীলনী

১। ভাষার মুখ্য রূপ কোনটি?
(ক) লিখিত
(খ) মৌখিক
(গ) আঞ্চলিক
(ঘ) সাংকেতিক

২। 'তাহারা যাইতেছিল' — এটি কোন্ রীতির উদাহরণ?
(ক) চলিত
(খ) সাধু
(গ) আঞ্চলিক
(ঘ) মিশ্র

৩। 'রাজবংশী' অপর কোন্ উপভাষার নাম?
(ক) রাঢ়ী
(খ) বঙ্গালী
(গ) কামরূপী
(ঘ) ঝাড়খণ্ডী

৪। নিচের কোনটি ভাষার বৈশিষ্ট্য নয়?
(ক) সামাজিক
(খ) পরিবর্তনশীল
(গ) সহজাত/জন্মগত
(ঘ) অর্জিত

❖ উত্তর

উত্তরমালা: ১—(খ), ২—(খ), ৩—(গ), ৪—(গ)। [ভাষা অর্জিত, সহজাত নয়।]

রিভিশন শিট — অধ্যায় ২

❖ গুরুত্বপূর্ণ

১. ভাষা = বাগ্‌যন্ত্রজাত অর্থবোধক ধ্বনির সামাজিক ব্যবস্থা; মানুষ-মাত্রেরই সম্পদ।

২. বৈশিষ্ট্য: সামাজিক, পরিবর্তনশীল, অর্জিত, প্রতীকী, বাগ্‌যন্ত্র-নির্ভর।

৩. ভাষার মুখ্য রূপ মৌখিক; লিখিত রূপ গৌণ।

৪. সাধু-চলিত পার্থক্য বোঝো ক্রিয়া ও সর্বনাম দেখে।

৫. বাংলা উপভাষা ৫টি — রাঢ়ী, বঙ্গালী, বরেন্দ্রী, কামরূপী (রাজবংশী), ঝাড়খণ্ডী।

৬. মান্য চলিত বাংলার ভিত্তি = রাঢ়ী উপভাষা।

এই অধ্যায় সম্পর্কিত বিগত বছরের প্রশ্ন (২০১৫–২০২৫) — ৯টি

প্রকৃত প্রশ্নপত্র থেকে সংগৃহীত; সঠিক উত্তর সবুজ রঙে চিহ্নিত। প্রতিটি প্রশ্নের শুরুতে বর্গাকার বন্ধনীতে সাল উল্লিখিত।

[২০১৫] (গদ্যাংশ) ভাষারীতি অনুযায়ী গদ্যাংশটি কোন্ রীতিতে রচিত?

(ক) চলিত ভাষা
(খ) সাধু ভাষা
(গ) মান্য চলিত
(ঘ) উপভাষা

[২০১৫] উপভাষা হল একটি ভাষার অন্তর্গত এমন বিশেষ রূপ, যা —

(ক) আদর্শ ভাষার সঙ্গে ভিন্নতাহীন
(খ) আদর্শ ভাষার সঙ্গে সম্পর্কহীন
(গ) এক-একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত
(ঘ) সর্বত্র সমরূপে বর্তমান

[২০১৬] পশ্চিমবঙ্গের প্রধান উপভাষা —

(ক) রাঢ়ী
(খ) বঙ্গালী
(গ) কামরূপী
(ঘ) বরেন্দ্রী

[২০১৭] বঙ্গালী উপভাষার ভৌগোলিক অবস্থান —

(ক) হুগলী ও কোচবিহার
(খ) বাঁকুড়া ও দিনাজপুর
(গ) ঢাকা ও ফরিদপুর
(ঘ) মালদহ ও শ্রীহট্ট

[২০১৮] মুখের ভাষা ব্যবহারে —

(ক) বক্তাই প্রধান
(খ) শ্রোতাই প্রধান
(গ) বক্তা ও শ্রোতা পরস্পর সন্নিহিত থাকে
(ঘ) উপরের কোনোটি নয়

[২০১৮ (২য়)] অঞ্চলবিশেষে প্রচলিত ভাষাছাঁদকে বলে —

(ক) নিভাষা
(খ) সাধুভাষা
(গ) উপভাষা
(ঘ) উপরের কোনোটি নয়

[২০১৯] উত্তরবঙ্গের বাংলা উপভাষার নাম হল —

(ক) বঙ্গালী
(খ) কামরূপী
(গ) বরেন্দ্রী
(ঘ) উপরের কোনোটি নয়

[২০২২] উপভাষা হল —

(ক) ভাষার ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক রূপ
(খ) অন্ধভাষা
(গ) দৃশ্যভাষা
(ঘ) উপরের কোনোটি নয়

[২০২৫] কোনও ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের ব্যবস্থাকে বলা যায় —

(ক) উপভাষা
(খ) বর্ণমালা
(গ) ভাষা
(ঘ) উপরের কোনোটি নয়